হৃদয়ে লাল সবুজ
আমাদের সূর্যোদয়

সূর্যোদয় স্কুল অ্যান্ড কলেজ, স্কুল অধ্যয়ন অধ্যবসায়, স্থাপিতঃ-২০১৮, গাংনী, মেহেরপুর

বর্ষ ৩ ঃ সংখ্যা-২০৪ ঃ মেহেরপুর- রোববার ৩ আগষ্ট ২০২৫ ইং ঃ ১৯ শ্রাবণ ১৪৩২ বাংলা ঃ ৮ সফর ১৪৪৭ হিজরি ঃ পৃষ্ঠা-০৪ মূল্য-৪.০০ টাকা

রাজনীতি নামক অভিশাপ থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা করো শবনম ফারিয়ার স্ট্যাটাস -পৃষ্ঠ-৩

৩ আগস্ট/৩৪ জুলাই : ৩ আগস্ট এক দফা দাবি ও অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন বৈষম্যবিরোধী নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা ৩ আগস্ট রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক বিশাল সমাবেশে তৎকালীন স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের পদত্যাগে এক দফা দাবি ঘোষণা করেন।

আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সমন্বয়কারী নাহিদ ইসলাম বিকেল ৫টার দিকে সর্বস্তরের হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে এই ঘোষণা দেন এবং শেখ হাসিনার সংলাপের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন।

এর আগে সকালে, শেখ হাসিনা তার সরকারি বাসভবন গণভবনে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে বলেন, 'গণভবনের

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

২৫ বছরেও সংস্কার হয়নি রাস্তাটি

দুর্ভোগে দুই গ্রামের মানুষ, চাষিদের কৃষিপণ্য পরিবহনেও চরম দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দেবীপুর থেকে ভরাট পর্যন্ত সড়কটির করুণ দশা দীর্ঘ ২৫ বছরেও পরিবর্তন হয়নি। স্থানীয়রা জানান, এক সময় হেয়ারিং বন্ড হলেও এখন আর সে ইটের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। চারদিকে ঝোপঝাড়ে ঢেকে থাকা রাস্তা এখন চলাচলের একেবারে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।চাষিরা কৃষিপণ্য বাজারে আনতে পারছেন না, ব্যবসায়ীরাও আসছেন না। তাই এলাকাবাসীর একমাত্র দাবি দেবীপুর-ভরাট সড়কের দ্রুত সংস্কার। দেবীপুর ও ভরাটড়ুই কৃষিনির্ভর গ্রামের হাজারো মানুষ প্রতিদিন সীমাহীন দুর্ভোগে পড়ছেন। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে রাস্তায় বড় বড় গর্তে পানি জমে চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কৃষকেরা ফসল তুলতে গিয়ে যানবাহনের অভাবে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন। স্থানীয় কৃষক মিরাজ আলী বলেন,

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

জুলাইয়ের স্মৃতিচারণে মেহেরপুরে অভিভাবক সমাবেশ ও তথ্যচিত্র প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে 'জুলাইয়ের মায়েরা' শীর্ষক অভিভাবক সমাবেশ ও তথ্যচিত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার (২ আগস্ট) বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় হয়। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণ এবং ঐ সময়কার আহত মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। অুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আখতার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানে জেলা জামায়েত ইসলামের রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, জেলা বিএনপির সদস্য আনসারুল হক, হোসনেয়ারা বেগম,

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মেহেরপুরে রেমিট্যান্স যোদ্ধা দিবস উদযাপিত

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও ডিইএমও মেহেরপুরের যৌথ উদ্যোগে রেমিট্যান্স যোদ্ধা দিবস পালন করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে এক আলোচনা সভা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। টিটিসির অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী মোঃ শামীম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মেহেরপুরে শহরে দিনে দুপুরে বিদ্যুতের মেইন তার চুরি

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুর ওয়াবদা সড়কের সিটি মডেল প্রি-ক্যাডেট স্কুল, প্রফেসর মজিদের বাড়ি ও মিন্টু মাষ্টারের বাড়ির বিদ্যুৎ সরবরাহ শনিবার সকালে চোর চক্রের হাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সকাল ৮টার পর থেকে এই এলাকাগুলোতে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় জনজীবনে ব্যাঘাত ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা ও মিন্টু মাষ্টার জানান, সিটি মডেল স্কুল এবং প্রফেসর মজিদের বাড়ির প্রধান বিদ্যুৎ লাইনের প্রায় ১০ ফুট তার চুরি করে কেটে নিয়ে গেছে সংঘবদ্ধ চোর চক্র। "সকালে ৮ টার আগে বিদ্যুৎ ছিলো, এরপর হঠাৎ বিদ্যুৎ বন্ধ

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

বন্ধ হাসপাতালের গেটে কান্না অসুস্থ হনুমানের পাশে এক সাহসী রিকশাচালক

নিজস্ব প্রতিবেদক

মানবিকতার পরিচয় দিতে মানুষকে বড় পদে থাকতে হয় না, এ প্রমাণ রাখলেন মেহেরপুর শহরের খন্দকার পাড়ার রিকশাচালক জাকির হোসেন। গতকাল শনিবার (২ আগস্ট) বিকেলে তিনি অসুস্থ এক

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

রাইপুর কবরস্থানে বিএনপির সদস্য সচিবের পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ

তৌহিদুল ইসলাম তুহিন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান এক ব্যতিক্রমধর্মী পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শনিবার সকালে তিনি তাঁর নিজ গ্রাম রাইপুরের কবরস্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি কবরস্থানের চারপাশে প্রায় ২০০টি বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করেন। এ সময় কবরস্থানের আশপাশের এলাকা পরিষ্কার করা হয়, আগাছা ও

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মেহেরপুরে মিফতাহুল কুরআন মাদ্রাসায় দুই হাফজকে পাগড়ি প্রদান

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুরের মিফতাহুল কুরআন মাদ্রাসার উদ্যোগে শনিবার সকালে মাদ্রাসার মিলনায়তনে দুই জন হাফজকে পাগড়ি প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার পরিচালক হাফেজ মাওঃ মেঃ শাহ জালাল। পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মেহেরপুরে হাজী সমিতির উদ্যোগে হাজীদের সংবর্ধনা

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুর সদর উপজেলার হাজী সমিতির উদ্যোগে শনিবার দুপুরে মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদে নতুন ও পুরাতন হাজীদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা হাজী সমিতির সভাপতি হাজী নুর হোসেন আঙ্গুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজী আক্তার হোসেন রিন্টু। হাজী আক্কাস আলীর সঞ্চালনায় শুরু হওয়া সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মেহেরপুরে আমন ও আউশ আবাদে মাজরা পোকার আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুরে আমন ও আউশ ধানের ক্ষেতে ব্যাপক হারে মাজরা ও অন্যান্য ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিয়েছে। ধানক্ষেতে পোকার এমন দাপটে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন জেলার হাজারো কৃষক। সপ্তাহে একাধিকবার কীটনাশক ছিটিয়েও নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না পোকা, ফলে ফলন বিপর্যয়ের শঙ্কায় ভুগছেন কৃষকরা। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, মৌসুমের শুরুতে মাজরা পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম ছিল। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। দিনের বেলা কীটনাশক ছিটানোর পরও রাতের আঁধারে পোকামাকড় দলবেঁধে এসে ধানের পাতা ও চারাগুলো কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে। গাংনী উপজেলার রামদেবপুর

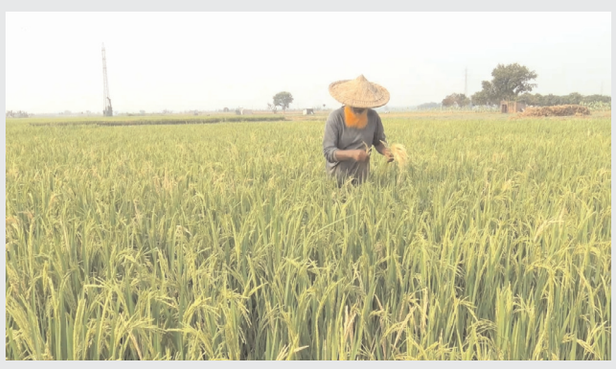

গ্রামের কৃষক হাফিজুর রহমান বলেন, "প্রতিদিন সকালে ক্ষেতে গিয়ে দেখি পাতাগুলো ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে। কীটনাশক ছিটালেও কোনো ফল মিলছে না। মনে হচ্ছে এ বছর ফসল ঘরে তুলতেই পারব না।"

বামন্দীর কৃষক আবুল কালাম জানান, "প্রতি সপ্তাহে দুইবার কীটনাশক দিচ্ছি, তাও কোনো উপকার পাচ্ছি না। বীজতলার চারাগুলো মাজরা পোকা কেটে ফেলছে। দিনরাত খেটে জমি করি, কিন্তু এবার সব শেষ হয়ে যাবে মনে হয়।" চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই মেহেরপুরে দেখা দিয়েছে তীব্র গরম ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত। কৃষি বিভাগ বলছে, এই দুটি কারণই পোকার উপদ্রব বৃদ্ধির জন্য দায়ী। একই জমিতে বারবার

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

গাংনীতে কলেজ শিক্ষক সমিতির উপজেলা শাখার উদ্বোধন

গাংনী প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি (বাকশিস) গাংনী উপজেলা শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২ আগস্ট) সকালে গাংনী টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড বিএম কলেজ প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গাংনী সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক দিদারুল আলম। সঞ্চালনা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুসাদাত মো. সায়েম। সভায় বক্তব্য দেন ডা. আসাদুল

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

অনুবাক্য
মামুনুর রশিদ মামুন
খবর (বিএনপির আপত্তি সহ পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত)
পিআর পদ্ধতিতে হবে ভোট
ছিল কোন দেশে
চেপে বসলো বাংলাদেশ
মানতে চাইবে কি কোন দলে।
পিআর কেমন দেখতে ধরোন
জানে নাকো লোকে
খাই না মাকে তাও জানা নাই
মাথায় কি তা ঢোকে।
পি আর হলো সেই পদ্ধতি
ভোট দিলাম ধানে
এমপি পেলাম এন সি পি
ভোটাররা কি তা মানে।
পৃথিবীতে আছে কোথায়
এমন নজির নাই
আমার ভোট প্রার্থী কে দিব
প্রতিক পিআর না চাই।
উচ্চকক্ষ নিম্ন কক্ষ
বোঝার সময় নাই
সোজা সাপটা মারবো ছিল
তিনশ আসনই চাই।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুর প্রতিনিধি

বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের শালিকা-বাড়িবাকা গ্রামে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেছেন। শনিবার (২ আগস্ট) বিকেল পাঁচটার দিকে এ কর্মসূচি

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

ধরা পড়ে গণপিটুনি খেয়েছে মাদকাসক্ত পকেটমার

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় শনিবার বিকেলে পকেটমারিতে চেষ্টা করার সময় ধরা পড়ে গণপিটুনির শিকার হয়েছেন মাদকাসক্ত আমজাদ হোসেন। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের কোলার মোড় গ্রামের ইসরাফিলের ছেলে আমজাদ, ঝালমুড়ি বিক্রি করার পাশাপাশি সুযোগ পেলে পকেটমারির কাজ করতেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আমজাদ পকেট মারার সময় স্থানীয়রা তাকে ধরা ফেললে, তিনি গণপিটুনি খেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। এ ঘটনা

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মেহেরপুরে এসএসসি '৯১ ব্যাচের পক্ষ থেকে কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুরে ১৯৯১ সালের এসএসসি ব্যাচের উদ্যোগে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। শনিবার (২ আগস্ট) বিকেলে মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং এসএসসি '৯১ ব্যাচের জেলা সমন্বয়ক কাউছার আলী।

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষক ফোরামের মানববন্ধন

মেহেরপুর প্রতিনিধি

শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ, নিঃস্বার্থ বদলি, অবসর ও কল্যাণ ভাতা দ্রুত প্রদান, বৃত্তি পরীক্ষায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, ধর্ম শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি, কওমি সনদে সরকারি চাকরির সুযোগ ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবিতে মানববন্ধন করেছে মেহেরপুর শিক্ষক ফোরাম। শনিবার (২ আগস্ট) বিকালে মেহেরপুর

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

হৃদয়ে লাল সবুজ

আমাদের সূর্যোদয়

ঢাকা ॥ রোববার ॥ ১৯ শ্রাবণ ১৪৩২ বাংলা ॥ ৩ আগষ্ট ২০২৫ইং

গাংনীতে পাটের মাঠে ঘাটতি বীজের, খাতা ভর্তি সুবিধাভোগী!

গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় 'উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প'-এর আওতায় তালিকাভুক্ত পাটচাষিদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণে চরম অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত চাষিরা সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকলেও সরকারি নথিতে সুবিধাভোগীর তালিকা পরিপূর্ণ। এমনকি সাংবাদিককে টাকা দিয়ে 'ম্যানেজ' করার চেষ্টাও করেছেন সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা।

উপজেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, চলতি মৌসুমে গাংনী উপজেলার ২৮২৭ জন তালিকাভুক্ত চাষির মধ্যে বিনামূল্যে পাট বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৭৫ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তবে মাঠপর্যায়ের চিত্র একেবারেই ভিন্ন। কাজিপুর, তেঁতুলবাড়ীয়া, বামন্দী ও আকুবপুরসহ কয়েকটি গ্রামের পাটচাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা কেউই আজ পর্যন্ত কোনো বীজ, সার কিংবা প্রশিক্ষণের সুযোগ পাননি। বরং সরকারি সুবিধা সম্পর্কে তারা অনেকেই এই প্রতিবেদকের মুখ থেকেই প্রথমবার শুনেছেন।

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

জীবন ধারা

ইনডোর প্ল্যান্টের উপকারিতা

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

যেসব গাছ ঘরে রাখলে বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় না, মূলত সেগুলো ইনডোর প্ল্যান্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই গাছগুলো কেবল ঘরের সৌন্দর্যই বাড়ায় না বরং স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য : নাসার গবেষণায় দেখা গেছে, ইনডোর প্ল্যান্ট ক্ষতিকারক পদার্থ যেমন কার্বন মনোক্সাইড, ফর্মালডিহাইড, অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ আরও অনেক কিছু দূর করে। এগুলো মূলত মাথাব্যথা, ক্লান্তি, অসুস্থতা ও অ্যালার্জির কারণ হিসেবে পরিচিত। ঘরে কিছু ইনডোর প্ল্যান্ট যুক্ত করা হলে বাতাসের গুণমান বাড়বে এবং বাতাস আরও পরিষ্কার হবে।

মানসিক চাপ কমায় : সবুজ রং দেহ ও মনে প্রশান্তি আনে। চারপাশে গাছপালা এক ধরনের মানসিক শান্তি আনে। তাছাড়া মনের চাপ কমাতে, রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে ইনডোর প্ল্যান্ট। গৃহসজ্জা : যদি গৃহের একঘেয়েমি সাজসজ্জা দূর করতে চান, সেক্ষেত্রে ইনডোর প্ল্যান্টের জুড়ি মেলা ভার। কারণ ইনডোর প্ল্যান্টের রং আর আকারে রয়েছে বৈচিত্র্য। বইয়ের শেলফের এক কোণায় ছোট ক্যাকটাস কিংবা ঘরের কোনো ছোট অংশ ফাঁকা লাগলে বড় সাইজের একটা পামগাছ ঘরের সৌন্দর্যই বদলে দেবে। অর্থ সাশ্রয় : গাছপালা আপনার অর্থের একটি ছোট অংশ বাঁচাতে পারে। সাজসজ্জার বাইরেও ব্যবহারিকতা আছে এমন প্রচুর উদ্ভিদ রয়েছে। যেমন - রোদে পোড়া ও চুলের যত্নে ঘৃতকুমারী, রান্নার জন্য অরিগ্যানো, মশা তাড়ানোর জন্য সিট্রোনেলা, খাওয়ার জন্য

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

ঝিনাইদহে জলাবদ্ধতায় নাকাল শহরবাসী, স্থায়ী সমাধানে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহ পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে চলমান জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাগরিক দুর্ভোগ কমাতে দ্রুত আধুনিক ও পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন দাবি করেছেন সচেতন নাগরিকরা। শনিবার (২ আগস্ট) বিকেলে শহরের পায়রা চত্বরে 'ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র ব্যানারে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। "ঝিনাইদহের উন্নয়নে, আমরা সবাই একসাথে" এই স্লোগান ধারণ করে আয়োজিত মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। বক্তারা বলেন, বর্ষা মৌসুম এলেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাটে পানি জমে যায়। কোথাও কোথাও দীর্ঘ সময় ধরে পানি জমে থাকার ফলে শিশু, বৃদ্ধ, স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগ

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

শুল্ক চুক্তির তথ্য প্রকাশের দাবি বিএনপি জামায়াতের

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক কমিয়ে ২০ শতাংশে নিয়ে এসেছে। শুল্ক কমাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টা সফল হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলো স্বাগত জানিয়েছে। পাশাপাশি শুল্ক কামনোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেসব চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে, যা প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন নেতারা। নতুন বাজার খোঁজার পরামর্শও দিয়েছেন তারা। যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির শুল্ক কমানোর সংবাদকে দেশের জন্য ভালো খবর বলে অভিহিত করেছে বিএনপি। তারা এ জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছে। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গতকাল শুক্রবার ঢাকার আজমপুরে এক সমাবেশে বলেন, আজ একটা ভালো খবর আছে। আপনারা দেখেছেন কয়েকদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের ওপর ৩৫% শুল্ক আরোপ করেছিল।

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

ঝিনাইদহে শতবর্ষী গাছ উপড়ে ভবনের উপর, আগুনে পুড়লো রেস্টুরেন্ট, আহত ১

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরের ভূষণ স্কুল সড়কে শতবর্ষী একটি কড়াই গাছ উপড়ে পড়ে একটি ভবনের উপর। এতে রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং একজন আহত হন। শনিবার (২ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভূষণ স্কুল সড়কজুড়ে শতাধিক পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছ রয়েছে। হঠাৎ ঝড়ো বাতাসে একটি কড়াই গাছ উপড়ে গিয়ে প্রথমে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে ফেলে এবং পরে একটি দুই তলা ভবনের উপর গিয়ে পড়ে। ভবনটির নিচতলায় 'গল্পঘর' নামে একটি রেস্টুরেন্ট এবং একটি ওষুধের দোকান রয়েছে। বিদ্যুৎ লাইনে শর্টসার্কিটের মাধ্যমে রেস্টুরেন্টের গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং রেস্টুরেন্টের সামনে থাকা ইমরান হোসেনের একটি মোটরসাইকেল সম্পূর্ণ পুড়ে

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

৫ আগস্ট বিকেলে 'জুলাই ঘোষণাপত্র' প্রকাশ করবে অন্তর্বর্তী সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

আন্দোলন-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিল 'জুলাই ঘোষণাপত্র' অবশেষে প্রকাশের অপেক্ষায়। আগামী ৫ আগস্ট, মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় জাতির সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে এটি উপস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। শনিবার দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, "অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই ঘোষণাপত্রের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। আগামী ৫ আগস্ট, বিকাল ৫টায়, গণঅভ্যুত্থানের সব পক্ষের উপস্থিতিতে জাতির সামনে এটি উপস্থাপন করা হবে। বিস্তারিত ঘোষণাও শিগগির দেওয়া হবে।" এর আগে একই দিন সকালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

সীমান্তে মাদক পাচার রোধে কুষ্টিয়া বিজিবির বড় সফলতা

কুস্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার সীমান্ত এলাকায় মাদক ও অবৈধ পণ্যের চোরাচালান রোধে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) একাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছে। গত দুই দিনে পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা, ভারতীয় মদ, যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট, আতশবাজি ও কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। এসব মাদক ও অবৈধ মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩২ লাখ টাকা।

২ আগস্ট ভোর সাড়ে ৫টায় পুরাতন ঠোটারপাড়া নদীতে ভাসমান অবস্থায় বিশেষ টহল দলের নেতৃত্বে সহকারী পরিচালক মো. জাকিরুল ইসলাম ৮,০৮০ পিস ইয়াবা ও ৭৭ কেজি কারেন্ট জাল জব্দ করেন। এসব পণ্যের মূল্য প্রায় ২৭ লাখ ৩২ হাজার টাকা। এর আগে ১ আগস্ট সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ২৪ বোতল ভারতীয় মদ ও ২৫৭ পিস 'ট্যাপেন্ডাটল' ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। এ অভিযানে

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

ট্রেন আটকে বিক্ষোভ, খুলনার সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি, ২ আগস্ট চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর রেলস্টেশনে আন্তঃনগর সাগরদাড়ি ও কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাবিরতি ও গেটম্যান নিয়োগের দাবিতে স্থানীয়রা বিক্ষোভে নামেন। এতে খুলনাগামী সব ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং খুলনার

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

নামেমাত্র ইন্ডাস্ট্রি গড়ে টাকা পাচার, দায়ী কিছু অসাধু মালিক: সাখাওয়াত হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদক

কিছু কিছু লোক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়েছেন শুধুমাত্র টাকা-পয়সা এদিক ওদিক করার জন্য, যা দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকরড়এমন মন্তব্য করেছেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও শ্রম ও কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। শনিব-ার (২ আগস্ট) সকালে রাজশাহীতে শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে শ্রমিকদের মাঝে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

সংসদের বাইরে সংবিধান সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই: আমির খসরু

নিজস্ব প্রতিবেদক

সংসদের বাইরে সংবিধান সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, "সংবিধান সংশোধন করতে হলে তা সংসদের

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

জামায়াত আমীরের অপারশন সম্পন্ন হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের ওপেন হার্ট সার্জারি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং তিনি সুস্থ রয়েছেন। এই মুহূর্তে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে তিনি। শনিবার (২ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

জুলাই আন্দোলনের ১১৪ শহীদের মরদেহ শনাক্তে নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

রায়েরবাজার বদ্ধভূমিতে গণকবর দেওয়া ১১৪ জুলাই শহীদের মরদেহ তোলা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, "শহীদ পরিবার চাইলে

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

প্রযুক্তি

স্যাটেলাইটে ধরা পড়ল পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা বজ্রপাত

সূর্যোদয় প্রতিবেদ

টেক্সাস থেকে কানসাস পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল বজ্রপাত বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ বজ্রপাত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই বজ্রপাতটি ২০১৭ সালের অক্টোবরে ঘটে এবং তা ৮৯২ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্প্রতি বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিওএমও) এ তথ্য প্রকাশ করে। এই বজ্রপাত পূর্বের রেকর্ড ভেঙেছে ৬১ কিলোমিটার ব্যবধানে। পূর্বের রেকর্ডটি ছিল ২০২০ সালের ৭৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বজ্রপাত, যা টেক্সাস, লুইজিয়ানা ও মিসিসিপির ওপর দিয়ে বিস্তৃত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা গোয়েস-ইস্ট নামের একটি আবহাওয়া স্যাটেলাইটের সাহায্যে এই বজ্রপাত শনাক্ত করেন। এই স্যাটেলাইট পৃথিবী থেকে প্রায় ২২ হাজার মাইল ওপরে অবস্থান করে। এটি মাটির কাছাকাছি সাধারণ বজ্রপাত শনাক্ত করার প্রযুক্তির চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত পরিসরে বিশ্লেষণ করতে পারে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার বিশেষজ্ঞ র‍্যান্ডি সারভেনি জানান, এ ধরনের বজ্রপাতকে বলা হয় 'মেগাফ্ল্যাশ' যা একশ কিলোমিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের হয়। তিনি বলেন, আমরা এখনো বুঝে উঠছি না কীভাবে ও কেন এ ধরনের বজ্রপাত ঘটে। তবে ভবিষ্যতে আরও বড় বজ্রপাত শনাক্তের সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণত

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মায়ের হাসি ক্লিনিক
ও নিউ হেলথ্ কেয়ার ল্যাব
মোতাছিম বিল্লাহ মতু'র বাসা, কাশারীপাড়া, মেহেরপুর
পরীক্ষাসমূহ ✅ ই.সি.জি (কম্পিউটারাইজড) ✅ এক্স-রে ✅ আল্ট্রাসনোগ্রাফি ✅ হরমন এনালাইসিস ✅ সকল প্রকার প্যাথলজি পরীক্ষা ✅ মহিলা বিশেষজ্ঞ দ্বারা নরমাল ডেলিভারি, সিজারিয়ান ও সব ধরনের অপারেশন ✅ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যত্নবান সেবা
সিরিয়ালের জন্য যোগাযোগ: রিসিপশন : ০১৩০৬-৯২৫৬২৫
মার্কেটিং - জসিম : ০১৭১৩-৯১২৫৫১ বাপ্পী : ০১৭১২-২১৪১৩১
নিয়মিত রোগী দেখেন
শিশুরোগ, শিশুপুষ্টি ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ এম.র. মালিক
এমবিবিএস, ডিসিএইচ (আয়ারল্যান্ড) এমএসসি (পুষ্টি) ডিসিএম, সিসিডি, এমএসসি (সাইকো) এমপিএইচ,আইপিপিএস (অষ্ট্রেলিয়া) সিসিডি, পিজিপিএন বোস্টন ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা)এফআরএসএম (লন্ডন) এফআরএসএইচ (লন্ডন), এমএএমএস (ভিয়েনা), সিপেড, বিসিএস (স্বাস্থ্য)ফেলো রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন (লন্ডন), রিসার্চ ফেলো-সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়া এসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান (এক্স) নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হসপিটাল
রোগী দেখেন : প্রতি রবিবার সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ২ টা।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ কানিজ নাঈমা
এম.বি.বি.এস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), ডিসিএইচ (শিশু) জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মেহেরপুর।
রোগী দেখেন: দুপুর ২ টা থেকে ৩ টা। (শুক্রবার ব্যাতিত)
প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসক সার্জন ও সনোলজিষ্ট
ডাঃ রুমানা হেলালী (জুসি)
এম.বি.বি.এস (ঢাকা), বিসিএস (এফ.পি), ডি.এম.ইউ ই ও সি (অবস্ এন্ড গাইনী), মেডিকেল অফিসার, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র,মেহেরপুর। গাইনী, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভবতী, প্রসূতী, কিশোরী ও স্ত্রী রোগের চিকিৎসা করেন।
মেডিকেল প্রাক্টিশনার ও মেডিসিন রোগে অভিজ্ঞ
ডাঃ মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন
এমবিবিএস(ডিইউ)
আবাসিক মেডিকেল অফিসার, মায়ের হাসি ক্লিনিক, প্রতিদিন নিয়মিত রোগী দেখেন।
মেডিসিন, ডায়াবেটিস ও সনোলজিস্ট
ডাঃ এস.এম. আরাফাত আল আকাশ
এম.বি.বি.এস (ডি.ইউ), সিসিডি (বারডেম), পিজিটি (মেডিসিন), সি এম ইউ (আল্ট্রা) এইচ. এম. ও
রোগী দেখেন: প্রতি শুক্র ও শনিবার সকাল ১০ টা থেকে রাত্রি ৮ টা

শর্মা ফুড প্লাজা
বাদল ফেন্সি মার্কেট, প্রধানসড়ক, মেহেরপুর।
মোবাইল : ০১৩০৯- ৯১৯১৩৩
অ্যাপিটাজার, স্যান্ডউইস , বার্গার, সসেজ, চাউমিন এন্ড নুডলস, স্পেশাল ডাম্পলিংস. ফ্রাই বক্স , মিট বক্স এড, পান্তা, সালাদ , ফ্যামেলি প্যাক, পিজা, ডিসার্ট আইটেম, নাসোজ. শর্মা রোল,

ফ্যামলি প্যাকেজস,সেট মেনু, শেক, মোজিটা , কোল্ড এন্ড কফি, কম্বো, রাইস বল আইটেম, বিরানি নান গ্রীল, ছাড়াও এখানে সব ধরনের কাচ্ছি পাওয়া যায়।
এখানে মনোরম পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার, জন্মদিনের পার্টি ও বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিশেষ সুবিধা আছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মাহবুবুল হক পোলেন। আবুল কাসেম অনুরাগী কর্তৃক স্টাডি হাউজ, মহিলা কলেজ রোড, গাংনী, মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত ও হাই কোয়ালিটি প্রিন্টার্স ২৯, স্যার ইকবাল রোড, কুস্টিয়া থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : প্রধান সড়ক, হোটেল বাজার মোড়, মেহেরপুর-৭১০০। মোবাইল : ০১৭১৪৯৩৮৬৪৭ ই-মেইল : surjonews@gmail .com

ইনডোর প্ল্যান্টের উপকারিতা

টম্যাটো ইত্যাদি। এয়ার ফ্রেশনারের বদলে ল্যাভেন্ডার, রোজমেরি বা পুদিনা লাগাতে পারেন।

গাংনীতে পাটের মাঠে ঘাটতি বীজের

কাজিপুর গ্রামের চাষি আজিজুল ইসলাম বলেন, “প্রতি বছর কয়েক বিঘা পাট চাষ করি, কিন্তু কখনও কোনো সরকারি বীজ বা সার পাইনি। এমনকি কেউ এসে ক্ষেত পর্যন্ত দেখে না।” তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের হামিদুল ইসলাম বলেন, “বীজ বা সার দেয় সরকারড়এই কথা প্রথম শুনলাম!”
বামন্দী গ্রামের সাজেদুর রহমান অভিযোগ করেন, “প্রতিবছর পাট চাষ করেও কোনো তালিকায় আমাদের নাম থাকে না। অথচ ২৮২৭ জন সুবিধাভোগীর নাম দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত চাষিরা বঞ্চিত হলেও সুবিধা পাচ্ছে কারাড়তা খতিয়ে দেখা দরকার।” আকুবপুর গ্রামের আবুল হোসেন বলেন, “সহযোগিতা তো দূরের কথা, খোঁজ নেওয়ার লোকও আসে না। ফলে পাট চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে চাষিরা।” তালিকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের নাম জানতে চাইলে গাংনী উপজেলার উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা এরশাদ আলী সাংবাদিককে মিষ্টি খাওয়ার নাম করে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন। টাকা না নেওয়ায় তিনি সাংবাদিকের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন। অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকেন। বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা আ.কা.ম হারুন অর রশীদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, গত ৮ জুলাই গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে ৭৫ জন চাষিকে পাট চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই প্রশিক্ষণ নিয়েও অভিযোগ উঠেছিল, যেখানে প্রকৃত চাষিদের বাদ দিয়ে সাজানো লোকদের দিয়ে প্রশিক্ষণ চালানো হয়েছে। বিষয়টি দৈনিক আমাদের সূর্যোদয়সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাটচাষ প্রশিক্ষণে অনিয়মের নিয়ে সে সময় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এভাবে বছরের পর বছর প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রকৃত চাষিরা, যা পাট উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, প্রকল্পের প্রকৃত উপকারভোগী নিশ্চিত করতে স্বচ্ছ তদন্ত ও জবাবদিহিতা জরুরি।

ঝিনাইদহে জলাবদ্ধতায় নাকাল শহরবাসী,

পোহাতে হয়। ব্যাহত হয় ব্যবসা-বাণিজ্যসহ জনজীবনের স্বাভাবিক গতি। তাঁরা বলেন, বছরের পর বছর এই সমস্যা চললেও এখনো টেকসই কোনো ব্যবস্থা নেয়নি পৌর কর্তৃপক্ষ। নাগরিক ভোগান্তি লাঘবে দ্রুত কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়নের আহ্বান জানান তারা।
নেছেন। কাজিপুর গ্রামের চাষি আজিজুল ইসলাম বলেন, “প্রতি বছর কয়েক বিঘা পাট চাষ করি, কিন্তু কখনও কোনো সরকারি বীজ বা সার পাইনি। এমনকি কেউ এসে ক্ষেত পর্যন্ত দেখে না।” তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের হামিদুল ইসলাম বলেন, “বীজ বা সার দেয় সরকারড়এই কথা প্রথম শুনলাম!”
বামন্দী গ্রামের সাজেদুর রহমান অভিযোগ করেন, “প্রতিবছর পাট চাষ করেও কোনো তালিকায় আমাদের নাম থাকে না। অথচ ২৮২৭ জন সুবিধাভোগীর নাম দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত চাষিরা বঞ্চিত হলেও সুবিধা পাচ্ছে কারাড়তা খতিয়ে দেখা দরকার।” আকুবপুর গ্রামের আবুল হোসেন বলেন, “সহযোগিতা তো দূরের কথা, খোঁজ নেওয়ার লোকও আসে না। ফলে পাট চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে চাষিরা।” তালিকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের নাম জানতে চাইলে গাংনী উপজেলার উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা এরশাদ আলী সাংবাদিককে মিষ্টি খাওয়ার নাম করে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন। টাকা না নেওয়ায় তিনি সাংবাদিকের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন। অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকেন। বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা আ.কা.ম হারুন অর রশীদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, গত ৮ জুলাই গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে ৭৫ জন চাষিকে পাট চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই প্রশিক্ষণ নিয়েও অভিযোগ উঠেছিল, যেখানে প্রকৃত চাষিদের বাদ দিয়ে সাজানো লোকদের দিয়ে প্রশিক্ষণ চালানো হয়েছে। বিষয়টি দৈনিক আমাদের সূর্যোদয়সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাটচাষ প্রশিক্ষণে অনিয়মের নিয়ে সে সময় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এভাবে বছরের পর বছর প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রকৃত চাষিরা, যা পাট উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, প্রকল্পের প্রকৃত উপকারভোগী নিশ্চিত করতে স্বচ্ছ তদন্ত ও জবাবদিহিতা জরুরি।

ট্রেন আটকে বিক্ষোভ, খুলনার সঙ্গে

সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ ব্যাহত হয়। শনিবার (২ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেন জয়রামপুর স্টেশনে পৌঁছালে ‘জয়রামপুর ট্রেন সুবিধা সংরক্ষণ কমিটি’ ব্যানারে এলাকাবাসী ট্রেনটি অবরোধ করে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ শুরু করে। তাদের দাবি ছিলড় জয়রামপুর রেলস্টেশনে অন্তত দুই আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি দেওয়া হোক। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর খুলনা থেকে ছেড়ে আসা সাগরদাড়ি এক্সপ্রেস ট্রেন জয়রামপুর স্টেশনে আসলে সেটিও অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। এতে জয়রামপুর স্টেশনে দুটি ট্রেনই আটকা পড়ে। এ অবস্থায় খুলনার সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা রেল স্টেশনে নকশীকাঁথা মেইল ট্রেনও আটকা পড়ে। আনোদলনকারীদের দাবি, জয়রামপুর রেল স্টেশন দিয়ে প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষের যাতায়াত হয়। তবে এখানে কোনো আন্তঃনগর ট্রেন যাত্রাবিরতি না থাকার কারণে শিক্ষার্থী, রোগী, চাকরিজীবীসহ সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন দুর্ভোগে পড়ছেন। বিক্ষোভকারীরা জানান, তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) হুমায়ুন কবীর ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছেন এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলছেন। চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মিজানুর রহমান জানান, সাগরদাড়ি ও কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে আছে এবং খুলনার সঙ্গে রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। নকশীকাঁথা মেইল ট্রেনও একই কারণে সেখানে আটকা পড়েছে। খুলনাগামী সব ট্রেন আপাতত চলাচল বন্ধ রয়েছে।

স্যাটেলাইটে ধরা পড়ল পৃথিবীর

বজ্রপাত মেঘের ভেতরে বিদ্যুতের চার্জ তৈরি হয়ে তা নির্গত হওয়ার সময় ঘটে। বেশিরভাগ বজ্রপাত হয় খাড়া ও ছোট পরিসরে, কিন্‘ কিছু বজ্রপাত অনুভূমিকভাবে অনেকদূর বিস্তৃত হয়, যা সচরাচর দেখা যায় না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মেঘের কারণে অনেক সময় এই বিশাল বজ্রপাতগুলোর পুরো অংশ ধরা পড়ে না, তাই এদের সঠিকভাবে পরিমাপ করাও বেশ কঠিন। তবুও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এখন এমন বিরল প্রাকৃতিক ঘটনার পর্যবেক্ষণ আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে।

শুল্ক চুক্তির তথ্য প্রকাশের দাবি

এটাকে আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর এবং উপদেষ্টারা আলোচনা করে ২০ শতাংশে নিয়ে এসেছেন। সেজন্য আমি অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তারা একটা বড় দায়িত্ব পালন করেছেন। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী শুক্রবার রাজধানীর গুলশানে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের কাছে এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এটা জয়-পরাজয়ের কোনো বিষয় না। যে শুল্ক নির্ধারণ হয়েছে তাতে প্রতিযোগিতায় আমরা তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক অবস্থানে। আমরা ২০ শতাংশ, পাকিস্তান ১৯ শতাংশ, ভিয়েতনাম ২০ শতাংশ ও ভারতে ২৫ শতাংশ। তবে পুরো দেনদরবারের সার্বিক বিষয়টা আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু শুল্কের বিষয়টা জানি। সার্বিক বিষয় জানার পরে এই বিষয়ে মন্তব্য করতে পারব। শুল্কের বিপরীতে কী দিতে হয়েছে, তা না জানা পর্যন্ত এর ফল কী হবে বলতে পারছি না।

সাখাওয়াত হোসেন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, “কিছু কিছু লোক শিল্প কারখানা গড়ে তুলেছেন কেবলমাত্র ব্যাংক ঋণ নিয়ে সেই টাকা বিদেশে পাচার করার জন্য। এরপর শ্রমিকদের পাওনা দিতে না পেরে পালিয়ে গেছেন। ফলে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এসবের জন্য সরকার দায়ী নয়।

আমির খসরু

ভেতর থেকেই করতে হবে। এজন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে জনগণের ম্যান্ডেট নিতে হবে।” শনিবার (২ আগস্ট) রাজধানীর নীলক্ষেতের আইসিএমএবি মিলনায়তনে বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আমির খসরু বলেন, “স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো পরিবর্তন আনতে হলে তা সংসদের বাইরে নয়, সংসদের মধ্যেই হতে হবে।”

জামায়াত আমীরের অপারশন সম্পন্ন হয়েছে

ইউনাইটেড হাসপাতালে ওপেন হার্ট সার্জারি শেষে তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব তথ্য দিয়েছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আলহামদুলিল্লাহ! সম্মানিত আমীরে জামায়াতের অপারেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অপারেশন শেষে আমীরে জামায়াতের অপারেশনের কাজে নিয়োজিত ডাক্তারগণ মিডিয়াকে ব্রিফ করেছেন।

জুলাই আন্দোলনের ১১৪ শহীদের

মরদেহ নিজেদের ইচ্ছে মতো জায়গায় কবর দিতে পারবেন।” শনিবার সকালে রায়েরবাজার কবরস্থানে গণকবর পরিদর্শন গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি। এর আগে মোহাম্মদপুর থানা পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। জুলাই আন্দোলনে শহীদদের গণকবর জিয়ারত শেষে তিনি জানান, শহীদদের মরদেহ শনাক্তে কবর খোঁড়ার কথা রয়েছে।

সীমান্তে মাদক পাচার রোধে কুষ্টিয়া

নেতৃত্ব দেন সুবেদার মো. বিল্লাল হোসেন। উদ্ধারকৃত মালামালের বাজারমূল্য প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার টাকা। একই দিনে রাত ১২ টার দিকে চিলমারী সীমান্তের শান্তিপাড়া মাঠ থেকে ১,০০০ পিস সিলডেনাফিল ট্যাবলেট এবং ১,০৮০ পিস আতশবাজি উদ্ধার করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন সুবেদার মো. বিল্লাল হোসেন মিনা। এই মালামালের মূল্য প্রায় ৩ লাখ ২৭ হাজার টাকা। কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মাহবুব মুর্শেদ রহমান, পিএসসি জানান, মালিকবিহীন কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে এবং মাদকদ্রব্য আইন মোতাবেক এগুলো ব্যাটালিয়নের মাদক স্টোরে জমা দিয়ে প্রক্রিয়াধীন ধ্বংসের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষা এবং মাদক পাচার বন্ধে বিজিবি সর্বদা কঠোর অবস্থানে রয়েছে। ভবিষ্যতেও এসব অবৈধ কার্যক্রম রোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

৫ আগস্ট বিকেলে ‘জুলাই

অনুষ্ঠিত ‘পুনর্জাগরণ র‍্যালি’ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেন, “ঘোষণাপত্র ৫ আগস্টের আগেই প্রকাশ হতে পারে। আজই তারিখ জানিয়ে দেওয়া হতে পারে, অথবা আগেই এটি জাতির সামনে আসতে পারে।” তিনি আরও বলেন, “এ ঘোষণাপত্রে থাকবে গণঅভ্যুত্থানকারীদের ভূমিকার দালিলিক স্বীকৃতি, পাশাপাশি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হবে কেন অভ্যুত্থান ঘটেছিল এবং নতুন পথচলার দিকনির্দেশনা কী হবে।” গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে ফেসবুকে দেওয়া পৃথক পোস্টে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং স্থানীয় সরকার ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ‘জুলাই ঘোষণাপত্র’ আসছে বলে ইঙ্গিত দেন। মাহফুজ আলম লেখেন, “জুলাই ঘোষণাপত্র এখন বাস্তবতা। ৫ আগস্টের মধ্যেই এটি ঘোষিত হবে। এই ঘোষণা বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত করতে যারা ভূমিকা রেখেছেন, সকলকে ধন্যবাদ।”
আসিফ সজীব ভুঁইয়া নিজের সংক্ষিপ্ত পোস্টে লেখেন, “জুলাই ঘোষণাপত্র আসছে...” ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট দেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন এক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। এই সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের কাঠামোগত সংস্কার এবং জনগণের দীর্ঘদিনের দাবির বাস্তবায়ন। ‘জুলাই ঘোষণাপত্র’ সেই অভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তী সরকারের আদর্শিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দিকনির্দেশনার কেন্দ্রীয় দলিল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ঝিনাইদহে শতবর্ষী গাছ উপড়ে ভবনের উপর,

যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত হন রেস্টুরেন্টের এক কর্মচারী, তবে তার নাম তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। ভবনের মালিক মঞ্জুর হোসেন টুটুল বলেন, “ঘটনার সময় সবাই কাজে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ বিকট শব্দে গাছটি ভবনের উপর পড়ে। এতে রেস্টুরেন্ট ও ভবনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ভবনের স্থায়িত্ব নিয়েও এখন শঙ্কা রয়েছে।” এ বিষয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. দেদারুল ইসলাম জানান, “খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস পাঠানো হয়েছে। গাছ অপসারণের কাজ চলছে।” স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শহরের মধ্যে থাকা এসব শতবর্ষী গাছ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও ঝুঁকিমুক্ত করার উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।

রাজনীতি নামক অভিশাপ থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা করো শবনম ফারিয়ার স্ট্যাটাস

বিনোদন ডেস্ক

গত জুলাইয়ে আন্দোলনে ছাত্রদের পক্ষে সরব ছিলেন অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। এ কারণে আওয়ামী লীগের রোষানলে পড়তে হয়েছিল তাকে। তবুও ফারিয়া চুপ থাকেননি। সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন, নতুন বাংলাদেশ নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
তবে সম্প্রতি দেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে হতাশা শোনা গেল অভিনেত্রীর কণ্ঠে। এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে আক্ষেপ প্রকাশ করেই ফারিয়া বলেছেন, ‘এমন এক দেশে জন্ম, কার কাছে বিচার দেবো, জানি না।’ অভিনেত্রী তার স্ট্যাটাসে উল্লেখ করেন, ‘এক পার্টির বড়রা টাকা মেরে ভাগছে, ছোটরা অনলাইনে জুলাইকে অপমান করে সেই শোক কমায়। আর বাকিরা চাঁদাবাজি/ডোনেশন/হাদিয়া নিয়ে কামড়া-কামড়ি করে পারাপারের রাস্তা ঠিকঠাক করে!’ নিজেকে সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করে শবনম ফারিয়া আরও লেখেন, ‘মাঝখানে আমরা সাধারণ মানুষ, নীরব দর্শক হয়ে রঙিন তামাশা দেখি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ‘কিছু বললেই এক পক্ষ বলে, ‘ডলার খেয়েছেন, লাল স্বাধীনতা কেমন লাগে?’ আর অন্য পক্ষ বলে, ‘ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসর! ১৬ বছর কিছু বলেননি কেন!!!’ শবনম ফারিয়ার এই পোস্টে ধরা পড়েছে নাগরিক হতাশা ও রাষ্ট্রীয় সংকটের প্রতিফলন। স্ট্যাটাসের একাংশে তিনি বাংলাদেশের পাসপোর্ট সংকটের দিকটিও তুলে ধরে বলেন, ‘এই সবুজ পাসপোর্টে কেউ ভিসাও দিচ্ছে না! কই যাবো আমরা?’
শেষে দেশের ভবিষ্যৎ ও রাজনীতি প্রসঙ্গে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে তিনি লেখেন, ‘হে আল্লাহ, রাজনীতি নামক এই অভিশাপ থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা করো। আমিন।’
ফারিয়ার এই পোস্টে একজন মন্তব্য করেন, এটাই তো ছেয়েছিলেন আপনারা! সুন্দর একটা দেশকে পানিতে নামাইয়া এখন নাটক করেন। ও আপনি তো নাটকেরই লোক, আপনাদের দ্বারাই মানায়! চালিয়ে যান।

জনতা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
জেনারেল হাসপাতাল রোড, বিএডিসি'র সামনে, মেহেরপুর
সিরিয়াল: ০১৩২৮-৯৮৬১১১, পরিচালক: ০১৭৯৫-৮৭৬৫৮৫, ০১৭১১-০৫১১১৪
ডাঃ ফারহানা ফেরদৌসী
নবজাতক, শিশু, কিশোর ও কিশোরী রোগ বিশেষজ্ঞ
রোগী দেখেন: প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত।
ডাঃ মোঃ মাহমুদুর রহমান (শিমুল)
রক্তনালী (শিরা), হৃদরোগ, বক্ষব্যাধি, জেনারেল সার্জারী বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
রোগী দেখেন: প্রতিদিন দুপুর ২ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বাদে)।
ডাঃ মোছাঃ সাদিয়া আফরিন (সোমা)
স্ত্রী, প্রসূতি ও বন্ধ্যাত্ব রোগ চিকিৎসক সার্জন
রোগী দেখেন: প্রতিদিন দুপুর ৩ টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত (শুক্রবার বাদে)।
ডাঃ মোঃ আফজালুর রহমান সিদ্দিকী (মুকুল)
চর্ম, যৌন ও এলার্জি রোগ বিশেষজ্ঞ
রোগী দেখার সময় প্রতি মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

রাজশাহী ডায়াগনস্ট্রিক সেন্টার
জেনারেল হাসপাতাল রোড, মেহেরপুর
সিরিয়াল: ০১৭৯২-১০৭৯৫০, ০১৭১৪-৮০৮৬১১
ডাঃ ফাতেমা জান্নাত
এমবিবিএস (ঢাকা) সিএমমইউ আল্ট্রা, পিজিটি (শিশু), মেডিসিন ও গাইনী
মেডিকেল অফিসার, রাজশাহী ডায়াগনস্ট্রিক সেন্টার, মেহেরপুর।
রোগী দেখেন: প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২টা ও বিকাল ৪ টা থেকে রাত ৮ টা।
ডা রবিউল ইসলাম আবির
এমবিবিএস (ঢাকা) সিএমমইউ আল্ট্রা
রোগী দেখেন: প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮ টা।
ডাঃ ফরহাদ পারভেজ
মেডিকেল অফিসার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল
রোগী দেখেন: প্রতিদিন দুপুর ২ টা থেকে রাত ৮ টা।
ডাঃ আকতার উজ্জামান
এমবিবিএস, ডিএমসি, ডিএমইউ(আল্টা)
রোগী দেখেন: প্রতিদিন সকাল ১০ - দুপুর ১ টা ও বিকাল ৪টা- সন্ধ্যা ৭ টা।

মাইক্রোপ্যাথ ল্যাব
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল রোড, মেহেরপুর।
মোবাইল: ০১৭২৬-৪০৫৩০৪, সিরিয়াল: ০১৭৮৮-২২১৩৩৫
ডাঃ সোনিয়া আহমেদ
গাইনী ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
ডাঃ মোঃ শাহিদুল ইসলাম (শাহিদ)
মেডিসিন, হৃদরোগ (হার্ট), বাতজ্বর ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান
মেডিসিন ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মেহেরপুর।
ডাঃ শাহারিয়া শায়লা
গাইনী, প্রসূতি, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

কাফুর ড্রিংকিং ওয়াটার
বিশুদ্ধ পানির বিশ্বস্ত নাম
হোটেল বাজার, যাদবপুর রোড, মেহেরপুর
বিনামূল্যে হোম ডেলিভারি সুবিধা!
সরাসরি ঘরে পৌঁছে দিন বিশুদ্ধ পানির নিশ্চয়তা
✅ RO ফিল্টার প্রযুক্তিতে বিশুদ্ধকর
✅ স্বাস্থ্যসম্মত বোতল
✅ দ্রুত সরবরাহ
📌 আজই অর্ডার করুন!
ডেলিভারি হটলাইন: ০১৯২৩-১২১২৯১, ০১৯২৩-১২১২৯৮
অফিস যোগাযোগ: ০১৯২৩-১৩১৩৫৪

করবি ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
সততা সুপার মার্কেট (হাজি ইছার উদ্দিনের মার্কেট)
বামুন্দি বাজার, গাংনী, মেহেরপুর। সিরিয়াল: ০১৭০৮-১৩১৮১৩
ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
নিউরো মেডিসিন ও উচ্চ রক্ত চাপ ডায়াবেটিস, স্ট্রোক প্যারালাইসিস রোগের চিকিৎসা।
রুগী দেখেন: প্রতি বুধবার দুপুর ২ টা থেকে রাত ৮ টা।
ডাঃ ইশরাত জেরিন (ইভা)
বন্ধ্যাত্ব, ঋতু স্রাব, অনিয়মিত মাসিক, গর্ভবতি মা ও শিশু, স্ত্রী ও প্রসুতি রোগে অভিজ্ঞ
রুগী দেখেন: প্রতি সোমবার দুপুর ২:০০ টা থেকে রাত ৮ পা পর্যন্ত

রবিউল ইসলাম মেমোরিয়াল হাসপাতাল
গাংনী হাসপাতাল বাজার, গাংনী, মেহেরপুর।
মোবাইল ০১৭৬৬-৪৮৭৪০৯, ০১৭৬৮-৩৭৭১৯১, ০১৭৪০-৩৮৮৭৮৯
যে সকল ডাক্তারগণ নিয়মিত সেবা প্রদান করছেন
ডাঃ বি ডি দাস (পিকলু)
এম. বি. বি. এ. বি. সি. এস (স্বাস্থ্য), সি. এস. ইউ (আল্ট্রাসনো)
বাত ব্যাথ্যা, শিরা ও সার্জারী রোগের চিকিৎসক।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন বেলা ২ টা হতে সন্ধ্যা ৭ টা।
ডা. মো: আব্দুল আল মারুফ
এমবিবিএস (রাজ) বিসিএস স্বাস্থ্য, এফসিপিএস(শিশু) শেষ পর্ব, এমএস শিশু, সার্জারী কোর্স বিএসএমএম ইউ, সিসিডি বার্ডেম, পিজিপিএন, শিশু পুষ্টি (বোস্টান ইউনিভুরসিটি আমেরিকা)
রোগী দেখার সময়: প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা
ডাঃ ইসরাত জেরিন ইভা
এম. বি. বি. এস. পি. জি. টি (গাইনী অ্যান্ড অবস্), সি. এম. ইউ (আল্ট্রা)
গাইনী প্রসুতি মেডিসিন রোগের চিকিৎস, (আবাসিক মেডিকেল অফিসার)
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৫ টা।
পুস্টিবিদ: তরিকুল ইসলাম
বিপিএইচ(নিউট্রিশন).এমপি এইচ(নিউট্রিশন), সিএমইউ এন্ড ডিএমইউ (আল্ট্রা), ডিপ্লমা ইন মেডিকেল ফ্যাকালটি, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসুমহ: বিষেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ, কম্পিউটারাইজড প্যাথলজী, ডিজিটাল আলট্রাসনোগ্রাফী, হরমোন পরীক্ষা, ইসিজি এক্স-রে ও স্বল্প খরছে অপারেশন করা হয়

মুক্তি ডায়াগনস্টিক সেন্টার
গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ রোড, গাংনী, মেহেরপুর।
সিরিয়াল ০১৯২৫-২৬০৭২০, ০১৩২২-৪৭১৪৪৮
ডা: মো: মাহবুবুর রহমান
মেডিসিন, ডায়াবেটিস, এ্যাজমা, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ
রোগী দেখেন প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
ডা: আলাউদ্দিন- আল আজাদ
হাড় জোড়া, বাত ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, মাজা ব্যথা, শিরা রোগ বিশেষজ্ঞ
রোগী দেখেন প্রতি সোমবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত
ডাঃ শিমু সাহিদা শাপলা
গাইনী, প্রসূতি ও স্ত্রী রোগবিশেষজ্ঞ
রোগী দেখেন প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে১ টা পযন্ত।
ডা: এস.এম. মঞ্জুরুল আলম
হাড় জোড়া, বাত ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, শিরা রোগ বিশেষজ্ঞ
রোগী দেখেন প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত

মেসার্স রুশি ফার্মেসী
প্রোপাইটার মোঃ রিনু
এখানে সকল প্রকার দেশি-বিদেশি ঔষধ সুলভ মূল্যে বিক্রিকরা হয়।
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল গেট মেহেরপুর
মোবাইল: ০১৭১১-৩১২২৩৫, ইমেইল:rinu000974@gmail.com

বিসমিল্লাহ্ ফামেসী
প্রোঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম সেন্টু

সকল প্রকার দেশ-বিদেশী ঔষধ সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা
ট্রাফিক মোড় হোটেলবাজার, মেহেরপুর
মোবাইল: ০১৭১৮-৪৩৩৩৮৬

ত্রয়ী স্টোর এন্ড বুটিকস
স্টাইলে থাকুন, ট্রাডিশনে ফিরুন!
শাড়ি হোক বা সালোয়ার কামিজ, ওয়েস্টার্ন টপ হোক কিংবা হ্যান্ডলুম কুর্তি—
ত্রয়ী তে পাওয়া যায় ট্রাডিশন আর ট্রেন্ডের এক অনন্য মিশেল!
✓ এক্সক্লুসিভ বুটিক পোশাক
✓ হাতে তৈরি দেশি জামাকাপড়
✓ দেশি-বিদেশী কসমেটিকস
✓ কুকারিজ আইটেম
✓ ইউনিক গিফট আইটেম
✓ কাস্টম ডিজাইন ও অর্ডার সুবিধা
ফ্যাশনের সাথে আপনিও বদলান, নিজের মত স্টাইলে

কেএন সুপার মার্কেট, প্রধান সড়ক, বড়বাজার, মেহেরপুর
মোবাইল: ০১৭১৪-৫২০০৬৭ / ০১৯১৯৬৩০৭৯৫

আল হায়াত ডায়াগনস্টিক সেন্টার
চক্রপাড়া মোড়, হাসপাতাল রোড, মেহেরপুর।
সিরিয়াল: ০১৭২২-৭৭৯৫৫০, ০১৭৫৫-৭০৬৪৬৪
ডাঃ আব্দুল্লাহ আল রশিদ
চর্ম ও যৌন রোগে অভিজ্ঞ।
রোগী দেখেন: প্রতি সোমবার দুপুর ২.৩০ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত
ডাঃ সাজিয়া আফরিন(সিমি)
গাইনী, প্রসুতি, স্ত্রী রোগের চিকিৎসক ও সার্জন।
রোগী দেখেন: প্রতি বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত ও প্রতি শুক্রবার সকাল ১০ টা থেকেরাত ৮ টা পর্যন্ত।
ডাঃএম. এম. জাহিদুল ইসলাম
উচ্চ রক্তচাপ, বাতব্যাথা, কোমর ব্যাথা, বাতজ্বর, হাড় ব্যাথা, হাঁপানি. ডায়াবেটিক ঘা এবং না শুকানো ক্ষতও পি আর পিচিকিৎসা দেওয়া হয়
রোগী দেখার সময়: শনি-বুধবার দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত
ডাঃ আসাদুল্লাহ-আল-গালিব
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) এফসিপিএস- মেডিসিন (ফাইনাল পার্ট)
মেডিসিন, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হাপানি, কোমর ব্যথা ও বাত ব্যথাবিষয়ে অভিজ্ঞ মেডিকেল অফিসার: রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
রোগী দেখার সময়: প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত

মোল্লা ডায়াগনষ্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার
হাসপাতাল বাজার (পোস্ট অফিসের পশ্চিমে) গাংনী, মেহেরপুর।
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৯৮-০১০৭০৭
ডাঃ মোঃ মশিউর রহমান মোল্লা
ডাঃ মোঃ আলী হায়দার
ডাঃ মোঃ আফজালুর রহমান সিদ্দিকী (মুকুল)
ডাঃ মোঃ সেলিম উদ্দীন
ডাঃ মোঃ ফারুক হোসেন

নিউ স্কায়ার ল্যাব
ওয়াবদা মোড়, হাসপাতাল রোড, মেহেরপুর।
সিরিয়ালের জন্য মোবাইল নম্বর: ০১৮৫৮-৯৫৬৯৩৩
ডাঃ মোঃ মাহাফুজুল হক সরকার
মেডিসিন, নিউরো, বক্ষব্যাধি, ডায়াবেটিস, গ্যাস্টলিভার, ব্যাতব্যাথা ও মনোরোগ চিকিৎসক
এমবিবিএস(আরইউ), ডিএফএম(বিসিএমইউ), এফসিপিএস পার্ট- ১, পিজিটি(মেডিসিন), সিসিডি(বারডেম),
রুগী দেখেন: প্রতি শুক্রবার সকাল ৯ টা হইতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত
ডাঃ মোঃ রবিউল ইসলাম আবির
মেডিসিন, হৃদরোগ, উচ্চ রক্ত চাপ, ব্যাত ব্যাথা, ডায়াবেটিস, লিভার ও জন্ডিস রোগ চিকিৎসক
এমবিবিএস(ঢাকা) সিসিড বারডেম, সিএমইউ(আল্ট্রা)
রুগী দেখেন: প্রতিদিন সকাল ১০ টা হইতে দুপুর ২টা, বিকাল ৩ ট হতে রাত্রী ৮ টা।
ডাঃ তাসমেরী নাহার
স্ত্রী, প্রসূতি ও গাইনী রোগ চিকিৎসক, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
রুগী দেখেন: প্রতিদিন বিকাল ৩ টা হইতে রাত্রী ৮ টা।
ডা: সেজুঁতি মেহেতাজ
নি:সন্তান, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভকালীন বিভিন্ন সমস্যা, শিশু ও গাইনী রোগের চিকিৎসক
এমবিবিএস(রাজশাহী), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
রুগী দেখেন: প্রতিদিন বিকাল ৩ টা হইতে রাত্রী ৮ টা।
ডাঃ ফরহাদ পারভেজ
মেডিসিন, বাতজ্বর, উচ্চ রক্তচাপ, ব্যাত ব্যাথা রোগের চিকিৎসক
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
রুগী দেখেন: প্রতিদিন বিকাল ৩ টা হইতে রাত্রী ৮ টা।

হৃদয়ে লাল সবুজ
আমাদের সূর্যোদয়
মেহেরপুর, রোববার, ৩ আগষ্ট ২০২৫ ইং

ভিটেমাটি নিয়ে ভয় বৈধ মালিকরাই আজ অসহায় কেন?

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওদা মটমুড়া গ্রামের এক ঘটনায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বৈধ দলিল, দখল ও খারিজ অনুযায়ী বসবাসরত দুটি পরিবার মোমেনা খাতুন ও আব্দুস সামাদের পরিবার আজ নিজেদের ভিটেমাটি নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। অভিযোগ উঠেছে, গ্রামেরই প্রভাবশালী এক ব্যক্তি আমিরুল ইসলাম দলিলবহির্ভূতভাবে জমির মালিকানা দাবি করে তাঁদের উচ্ছেদে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। দেশের কোনো স্থানে এমন ঘটনা কাম্য নয়। যে জমির উপর একাধিকবার বিক্রি, দখল ও নির্মাণ কার্যক্রম হয়েছে, সেখানে হঠাৎ করে আরেকজন ব্যক্তি এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন দাগের জমির ওপর মালিকানা দাবি করে বসেছেএটা নিছক জমি বিরোধ নয়, বরং এটি ন্যায়ের মুখে চপেটাঘাত।

অধিক দুঃখজনক হলো, স্থানীয় সালিশ, প্রশাসনিক উদ্যোগ এমনকি সেনা ক্যাম্পের মধ্যস্থতায় একসময় ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়নি। বরং ভুক্তভোগীদের অভিযোগ অনুযায়ী, প্রতিপক্ষ আত্মগোপনে থেকে জমি দখলের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটি শুধু অমানবিক নয়, এটি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য হুমকিস্বরূপ। সংখ্যালঘু পরিবার হওয়ার কারণে যদি তাঁরা প্রতিনিয়ত ভয় আর হয়রানির শিকার হন, তাহলে আইনের শাসনের কথা আমরা কোথায় রাখবো? ভূমি আইন, জমি নিবন্ধন, খতিয়ান, দাগ, দখলস্বত্ব প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মেনে চলেও যদি সাধারণ মানুষ নিজের ভিটেমাটিতে নিরাপদে বাস করতে না পারে, তাহলে এর দায় কাদের? আমরা মনে করি, স্থানীয় প্রশাসনের এখনই কঠোর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এমন প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া উচিত এবং প্রকৃত মালিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অন্যথায়, এমন 'ভূমি-সন্ত্রাস' কেবল বাড়তেই থাকবে এবং আইনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরও দুর্বল হবে। আইন মানে শুধু দলিলের অক্ষর নয়, এর অর্থ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। আর সেই ন্যায়ের জন্যই এখনই গাংনী উপজেলার নওদা মটমুড়ায় প্রশাসনের দৃশ্যমান ভূমিকা প্রয়োজন।

২৫ বছরেও সংস্কার হয়নি রাস্তাটি

"ফসল আনার সময় গাড়ি নিয়ে যাই, কিন্তু রাস্তায় এত গর্ত যে গাড়ি ভেঙে যাওয়ার আতঙ্কে থাকি। এখনো যদি কাজ হয়, তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে।" অটোচালক শিহাব আলী বলেন, "এই রাস্তা দিয়ে কোনো গাড়ি চলে না। তাই অনেক দূর ঘুরে যাওয়া লাগে। রাস্তাটি একেবারে ভেঙে খানাখন্দে পরিণত হয়েছে।" ভ্যানচালক ইউসুফ আলীর মন্তব্য, "এ রাস্তায় এতদিনেও কাজ হয়নি দেখে দুঃখ লাগে। এমনকি বাড়তি ভাড়াতেও কেউ যেতে চায় না। এটা যেন এক অবহেলিত পথের নীরব কান্না।" পথচারী ওবায়দুল হক বলেন, "রাস্তায় এত বড় বড় গর্ত যে হাঁটাও কঠিন। কোনো অটো বা ভ্যান যেতে চায় না। কৃষকদের ফসল ঘরে তুলতেই কষ্ট হয়।" স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য জামাল উদ্দিন জানান, "প্রায় ২৫ বছর আগে কিছুটা হেয়ারিং হয়েছিল, কিন্তু মাঝের বড় অংশ এখনও অসমাপ্ত। এখন ঝোপঝাড়ে ঘেরা ও যানবাহনের জন্য অনুপযোগী। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় রাতে চলাচল করা যায় না।" তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ওহাব আলী বলেন, "রাস্তাটি চলাচলের একেবারে অনুপযোগী। অটো, ভ্যান, এমনকি পায়ে হাঁটার উপযোগীতাও হারিয়েছে। আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।"
গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন জানান, "দীর্ঘদিন ধরে সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রাস্তাটির আইডি অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠিয়েছি। অনুমোদন পেলেই কার্যক্রম শুরু করা হবে।"

জুলাইয়ের স্মৃতিচারণে মেহেরপুরে

আশরাফুন নেছা, রেহেনা বেগম, খন্দকার মুইজ ও হাসনাত জামান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শামসুল আলম, সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল হক, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টি, সাজেদুল ইসলাম, আবীর আনসারী, শেখ তৌহিদুল কবীর, সরকারি কলেজের প্রভাষক বশির উদ্দিন, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হযরত আলী, সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ, ইন্সপেক্টর বজলুর রহমান ও জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা কাজী আবুল মনসুর প্রমুখ ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে 'জুলাই অভ্যুত্থান' বিষয়ক একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়, যা দর্শকদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলে। পরে জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে আহত মায়েদের হাতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্মারক ও উপহার তুলে দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ তাঁর বক্তব্যে বলেন, "জুলাইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো দেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেন এ স্মৃতিকে ভুলে না যাই এবং ভবিষ্যতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এ ধরনের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে পারি।" অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি বলেন, "আহত মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং তাদের অবদান স্মরণ করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের সকলের উচিত আগামী প্রজন্মকে ইতিহাসের এই গৌরবময় অধ্যায়ের কথা জানানো।" অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলে একত্রিত হয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন এবং আগামী দিনে এই ধরনের স্মরণীয় কার্যক্রম আরও প্রসারিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বন্ধ হাসপাতালের গেটে কান্না অসুস্থ

হনুমানকে বাঁচাতে ছুটে গেছেন জেলা প্রাণী সম্পদ হাসপাতালে। তবে হাসপাতাল বন্ধ থাকায় হাসপাতালের মূল গেটেই দাঁড়িয়ে জাকির ও কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে থাকেন হয়তো ভিতরে কেউ আছেন, যিনি প্রাণীটির জন্য কিছু করতে পারেন। জাকির হোসেন সার্কিট হাউজ এলাকা দিয়ে রিকশা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার চোখে পড়ে রাস্তার ধারে একটি হনুমান অসুস্থ অবস্থায় শীতকাতুরে ভঙ্গিতে কাঁপছে। দৃশ্যটি দেখে তার মন কেঁপে ওঠে। মুহূর্তেই রিকশা থামিয়ে হনুমানটিকে সাবধানে তুলে নেন তিনি এবং ছুটে যান জেলা প্রাণী সম্পদ হাসপাতালের দিকে। তবে সেখানে গিয়ে দেখেন হাসপাতাল বন্ধ।
তবুও তিনি হাল ছাড়েননি। স্থানীয় আরও কয়েকজনকে নিয়ে হাসপাতালের দরজায় ধাক্কা দিতে থাকেন, চিৎকার করে ডাকেন, "ভিতরে কেউ আছেন কি?" এ যেন এক অসহায় প্রাণের জীবন বাঁচাতে মানুষের শেষ চেষ্টা। স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদ বলেন, "একটি পশুর জন্য একজন রিকশাচালক এমনভাবে দৌড়ে যাবে এ দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি। মানবিকতার এমন দৃষ্টান্ত সমাজে বিরল।" ঘটনাটি বিকেল পাঁচটার দিকে ঘটে। হনুমানটির অবস্থা গুরুতর হলেও জাকির ও স্থানীয়দের তৎপরতায় তার শরীরে পানি দেয়া হয়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া হয়। পরে একজন পশুপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী এসে হনুমানটির প্রাথমিক সেবা দেন। এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক প্রশংসা পান জাকির হোসেন। অনেকেই মন্তব্য করেন, "জাকিরের মতো মানুষই সমাজের আসল নায়ক।" পশু অধিকারকর্মীদের অনেকে দাবি তুলেছেন জেলা পশু হাসপাতালের সাপ্তাহিক বন্ধের দিনেও যেন ন্যূনতম জরুরি সেবা চালু থাকে।

মেহেরপুরে শহরে দিনে দুপুরে

হয়ে যায়। স্যার ফোন দিয়ে জানান, আমি এসে দেখে দেখি মেইন লাইনের তার কেটে নিয়ে গেছে। এটা দিন দুপুরে ঘটে গেছে, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক," বলেন মিন্টু মাষ্টার। তিনি আরও বলেন, "মেহেরপুরে এই ধরনের ঘটনা নতুন নয়। অনেক জায়গায় রাতে বা দিনে এমন বিদ্যুতের তার, মটর ও অন্যান্য সরঞ্জামের চুরি ঘটছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আমি পুলিশের কাছে অনুরোধ করব যেন তারা দ্রুত এই চোর চক্রকে শনাক্ত ও দমন করে।"
স্থানীয়রা মনে করছেন, অধিকাংশ চোরাই নেশাখোর গোষ্ঠীর সদস্যরা এই অপরাধে জড়িত। দিনভর চলমান চুরি এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সেবায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। বাড়ি ও স্কুলসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিদ্যুতের তার কাটা ও চুরির কারণে শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। সিটি মডেল প্রি-ক্যাডেট স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এ ঘটনায় উদ্বিগ্ন। একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী বলেন, "বড় বাজারে নাইট গার্ড থাকলেও তারা এই চুরি প্রতিরোধে ব্যর্থ হচ্ছে। পুলিশ ও বাজার প্রশাসনের দৃষ্টিও যেন এই বিষয়ে থাকেন।" স্থানীয়রা আশঙ্কা করছেন, যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে এ ধরনের চুরি আরও বিস্তৃত হবে এবং জনজীবনে সমস্যা আরও বাড়বে। তাই তারা প্রশাসনের কাছে কঠোর ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন। মেহেরপুর পুলিশ সূত্র জানায়, বিষয়টি তারা জানে এবং শীঘ্রই চোর চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবে বলে জানিয়েছে।

উম্মে তানিয়া অনুরাগী

উপস্থিতির নামে উপেক্ষা: নারীর রাজনৈতিক পরিণতি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নারীদের উপস্থিতি দীর্ঘদিনের। ১৯৭২ সালের সংবিধান থেকেই নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে নারীর সংখ্যা বেড়েছে, ৫০টি সংরক্ষিত আসন থেকে শুরু করে এখন তা বাড়ানোর প্রস্তাব পর্যন্ত এসেছে। এ উন্নতি সত্ত্বেও নারীর প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব আজও অনিশ্চিত থেকে গেছে। সংখ্যাগত উপস্থিতি নারীর ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। এখানে বড় সমস্যা হলো 'প্রতিনিধিত্ব' ও 'প্রতিনিধি' এই দুটির পার্থক্য। একটি নারী সংসদ সদস্য হয়ে যাওয়াকে আমরা প্রায়শই নারীর প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করি। কিন্তু যদি তিনি নারীর অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক চেতনা, সংগ্রাম, বঞ্চনা ও বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি আদতে নারীর প্রকৃত প্রতিনিধি নন, বরং সংখ্যাগত উপস্থিতির অংশ মাত্র। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হলেও, পুরুষতান্ত্রিক দলীয় কাঠামোতে মনোনীত হয়ে অনেক নারী প্রার্থীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেন। তারা দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চললেও নারীর স্বতন্ত্র দাবি তুলে ধরার ক্ষেত্রে দুর্বল হন। সংরক্ষিত আসনের মনোনয়ন প্রক্রিয়া অনেক সময় নারীদের 'পিতৃতান্ত্রিক' শক্তির নিয়ন্ত্রণে আটকে ফেলে। প্রভাবশালী পুরুষ নেতার স্বজন বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে নির্বাচিত নারী প্রার্থীরা রাজনৈতিক সত্তা থেকে বহু দূরে থাকেন। ফলে পাঁচ বছর সংসদে থাকলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে নারীর স্বতন্ত্র অবস্থান গড়ে ওঠে না। নারীর সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলো রাষ্ট্রীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্তি পায় না। সাংবাদিক-তাত্ত্বিকরা যেমন উল্লেখ করেছেন, প্রতিনিধিত্ব মানে শুধু নির্বাচিত হয়ে আসা নয়; এর অর্থ হলো নিজ গোষ্ঠীর আশা, চাহিদা, সমস্যার ভাষ্য রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে উপস্থাপন করা। নারী নির্বাচিত হলেও যদি পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর দোসর হয়ে থাকেন, তাহলে নারীর প্রকৃত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণের সম্ভাবনা থাকে না। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য এখন সময় এসেছে সংরক্ষিত আসনের বাইরে সরাসরি নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো। নারীদের রাজনৈতিক চেতনা ও দাবির ওপর ভিত্তি করে তারা যেন নিজেই নির্বাচিত হন, পুরুষ বা দলীয় অনুগ্রহের অপেক্ষায় না থাকেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রার্থী মনোনয়নে নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নারী ভাটারদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের প্রতিনিধি নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও চেতনায় বেছে নিতে পারেন। আরো বড় চ্যালেঞ্জ হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধাগুলোকে দূর করা, যেগুলো নারীর রাজনীতিতে এগিয়ে আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু আইনগত বা সাংবিধানিক প্রশ্ন নয়, এটি একটি সমাজব্যবস্থাগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা। নারীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা রাষ্ট্র ও সমাজের মূল আলোচনার অংশ হতে হবে। অতএব, আমরা আশা করতে পারি, ভবিষ্যতে নারীর জন্য সাংবিধানিক সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়ানো মাত্রই যথেষ্ট হবে না। নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে 'নারী হয়ে দেখার অভিজ্ঞতা'কে অর্থাৎ নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম ও দাবি যেন রাষ্ট্রীয় নীতিতে প্রতিফলিত হয়। নারী শুধু সংখ্যায় নয়, রাজনৈতিক ভাষায় ও কার্যতঃ সমান অধিকার ও অংশীদার হোক এটাই হবে প্রকৃত প্রগতি। (শিক্ষক ও নারী উদ্যোক্তা)

আল-কোরআনের ভাষারীতি: এক অনন্য অলংকার

আলেমা হাবিবা আক্তার

পবিত্র কোরআন শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি ভাষা ও অভিব্যক্তির এক বিস্ময়কর নিদর্শন। কোরআনের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের জন্য এর ভাষারীতি বোঝা জরুরি। ভাষা, শব্দচয়ন ও বাক্য বিন্যাসে কোরআন শরিফের রয়েছে এক আলাদা বৈশিষ্ট্য।ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কোরআনের 'কাসুন' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয় মদ, আবার 'ইয়া আইহুহান্নাস' শব্দবন্ধ দ্বারা বোঝানো হয় মক্কার মুশরিকরা। তাফসিরকার সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) বলেন, 'মাতারুন' শব্দটি কোরআনে এসেছে শাস্তিস্বরূপ বৃষ্টির অর্থে, আর 'গাইসুন' এসেছে রহমতের বৃষ্টি বোঝাতে।তাফসিরবিদ আল্লামা জামাখশারি (রহ.) কোরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন, যেখানে হুঁশিয়ারি এসেছে, সেখানে আশার বাণীও আছে। কোথাও শাস্তির কথা থাকলে, সেখানেই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এতে একজন মুমিনের মনে ভারসাম্য তৈরি হয়। আল্লামা ইবনে আশুর (রহ.) তাঁর তাফসির গ্রন্থ 'আত-তাহরির ওয়াত-তানভির'-এ উল্লেখ করেন, কোরআনের অনেক আয়াতে 'হা-উলা' (এসব লোক) শব্দ দিয়ে মক্কার মুশরিকদের ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর 'ক্বালা' শব্দটি কখনো এককভাবে, কখনো 'ওয়াও' যোগে ব্যবহৃত হয়েছে প্রসঙ্গ ভেদে। কোরআনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, ভবিষ্যতের কথাও অতীত বাচকে বলা হয়েছে, যাতে তা বাস্তবতা ও নিশ্চয়তার অর্থ বহন করে। যেমন, 'ইয়া জা আ নাসরুল্লাহি'। শরিয়তের বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রেও কোরআন সংক্ষিপ্ততা বজায় রেখে মৌলিক দিক তুলে ধরেছে। যেমন 'পুরুষ চোর ও নারী চোর' তাদের হাত কেটে দাও' (মায়িদা: ৩৮)। এখানে পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে শুধু মূল বিধানটিই বলা হয়েছে।পূর্ববর্তী জাতি ও নবীদের ঘটনা বর্ণনায় কোরআন মানবজাতির প্রয়োজন অনুযায়ী উপযোগী অংশটুকুই তুলে ধরেছে এবং তাদের বর্ণনা করেছে ধারাবাহিকতার সঙ্গে। সুরা আশ-শুআরায় ইবরাহিম, নুহ, হুদ, সালিহ, লুত ও শোয়াইব (আ.)-এর ঘটনা একে একে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া, কোরআনে আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই তার পরিণতি যেমন পুরস্কার বা শাস্তির বিষয়টিও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সুরা আহজাবে বলা হয়েছের্ড়যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত হবে, আমি তাকে পুরস্কৃত করব দুবার।' সবশেষে বলা যায়, কোরআনের ভাষাশৈলী শুধু অলঙ্কারিক নয়, বরং তা হেদায়েত, নীতি ও ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। একজন পাঠকের উচিত এর ভাষারীতি অনুধাবনের চেষ্টা করা, যাতে করে কোরআনের গভীরতর বার্তা উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কোরআন বুঝে জীবন গড়ার তাওফিক দিন। আমিন।

রাইপুর কবরস্থানে বিএনপির সদস্য

ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করা হয় এবং সার্বিকভাবে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত করে তোলা হয়।
অনুষ্ঠান শেষে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, "এই পবিত্র স্থানকে সবুজ ও পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার। পরিবেশ রক্ষায় ব্যক্তি ও সমাজের সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।" স্থানীয় বাসিন্দারাও বলেন, দীর্ঘদিন পর কবরস্থানের পরিবেশ নতুনভাবে পরিচ্ছন্ন ও সুশোভিত হলো। এই ধরনের কাজ কেবল পরিবেশ নয়, সামাজিক মূল্যবোধ ও মানবিকতারও প্রতিফলন।

গাংনীতে কলেজ শিক্ষক সমিতির

হক, মো. জিনারুল ইসলাম, আশরাফুল আলম, আবুসাদাত মো. সায়েম, মকলেসুর রহমান, গোলাম কিবরিয়া, মো. কামরুজ্জামান ও আমিরুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ স্বপন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, শিক্ষক সমাজের অধিকার, মর্যাদা ও পেশাগত উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা সময়ের দাবি। এ লক্ষ্যেই গাংনীতে কলেজ শিক্ষক সমিতির কার্যক্রম শুরু হলো।"শিক্ষক শুধু পাঠদাতা নন, তিনি সমাজ গঠনের চালিকাশক্তি। তাই তাঁর পেশাগত নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।" অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকরা অংশ নেন।

ধরা পড়ে গণপিটুনি খেয়েছে

এলাকায় সতর্কবার্তা হিসেবে গৃহীত হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এমন অপরাধ রোধ করা যায়।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির

পালিত হয়। গণসংযোগ চলাকালে তিনি বিএনপির কেন্দ্র ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, "দেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিএনপির প্রস্তাবিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। এই কর্মসূচির প্রতিটি দফাই জনগণের মুক্তির সনদ।" এ সময় জেলা বিএনপির সদস্য ওমর ফারুক লিটন, বাঁকা বিল্লাহ, জহির হোসেন চঞ্চল, শাহিদুল ইসলাম, ফিরোজুর রহমান, সৌরভ, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবিতে

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় শিক্ষক ফোরাম, মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়। জেলা সভাপতি আক্কাস আলীর সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ফোরামের নেতা হাসানুল ইসলামসহ অন্যান্য সদস্যরা। মনাববন্ধনে বক্তারা বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য এসব দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন জরুরি। বক্তারা আরও বলেন, দেশে লাখো বেসরকারি শিক্ষক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। অবসর ভাতা ও কল্যাণ সুবিধা পেতে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়, যা শিক্ষক সমাজের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক। এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবিও জোরালোভাবে তুলে ধরেন তারা।

মেহেরপুরে এসএসসি '৯১ ব্যাচের

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর এবং একই কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক খেজমত আলী মালিথা। মেহেরপুর পৌর কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. আলিবদ্দীনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্যদেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রকিবুল হাসান, সংবর্ধিতদের পক্ষ থেকে মুবাশ্বিরা রহমান এবং ব্যাচ সদস্য শিরিন সুলতানা স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠানে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে ৯১ ব্যাচের সদস্যদের মধ্যে এবছরে এসএসসি পাশ কৃতি সন্তানদের সম্মাননা স্বরুপ সম্মাননা স্মারক ও উপহার তুলে দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে হাজী সমিতির উদ্যোগে

পরিচালক মুফতি হাফিজুর রহমান। তিনি বক্তৃতায় হাজী সমাজের ঐক্য ও সামাজিক উন্নয়নে এই ধরনের সমাবেশের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সবাইকে মানবকল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ডা. আব্দুস সালাম, হাজী নুর রহমান, হাজী কুতুব উদ্দিন প্রমুখ। তারা সবাই এই সংবর্ধনা ও সম্মেলনের মাধ্যমে হাজী সমাজের ঐতিহ্য রক্ষা এবং নতুন প্রজন্মকে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। এছাড়া, মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় থাকা হাজীদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ঐক্য বৃদ্ধি এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।
অনুষ্ঠানে হাজী সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই এই ধরনের উদ্যোগকে সমর্থন ও প্রশংসা করেছেন। শেষ পর্যন্ত সকলের মিলিত প্রয়াসে আগামী দিনে আরও বৃহৎ পরিসরে এ ধরণের সভা অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

মেহেরপুরে আমন ও আউশ আবাদে

ধান চাষ করার ফলে মাটির স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, যেটা পোকামাকড়ের বিস্তারে সহায়ক হয়ে উঠেছে। মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জেলার মোট ৫৫ হাজার হেক্টর কৃষিজমির মধ্যে চলতি মৌসুমে ২২ হাজার হেক্টরে আউশ এবং ২৭ হাজার হেক্টরে আমন ধানের চাষ হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জমিতে পোকার আক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক শামসুল আরেফিন বলেন, "এই মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় এবং কৃষকরা একই জমিতে বারবার একই ফসল আবাদ করায় পোকার উপদ্রব বেড়েছে। আমরা কৃষকদের বলছি, অযথা অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগ না করে পরিমিত ব্যবহার করতে। পাশাপাশি আলোক ফাঁদ স্থাপন এবং প্রাকৃতিক শত্রু পাখি সংরক্ষণের পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে।" তিনি আরও জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মাঠপর্যায়ে নিয়মিত পরিদর্শন চালাচ্ছেন কৃষি কর্মকর্তারা। আক্রান্ত এলাকার কৃষকদের তালিকা তৈরি করে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কৃষি বিভাগ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির ওপর জোর দিলেও বাস্তবচিত্র বলছে, সময়মতো কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে ফলন বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। ফলে আমন ও আউশ নির্ভর কৃষক পরিবারগুলো পড়েছে চরম দুশ্চিন্তায়।

মেহেরপুরে মিফতাহুল কুরআন

শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান। অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানান পৌর জামে মসজিদের ইমাম শাজাহান আলী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন গড় জামে মসজিদের সাবেক ইমাম মেঃ আব্দুল হান্নান, আবুল কাসেম, রুহুল আমীন, হাফজ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, এবং হাফেজ রাকাত খন্দকার রত্ন। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলোয়াতের পাশাপাশি গজল পরিবেশন করেন আরাফাত হোসেন, বায়াজিত হোসেন, আরিফ, খাদিজাতুল কোবরা, ফাইম আবরার তৈয়ব, সাদিয়া সুলতানা, ফাইম ফয়সাল ক্বারী ও কাওসার খান।
পরে মাদ্রাসার দুই হাফজ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ও হাফেজ রাকাত খন্দকার রত্নকে সম্মানসূচক পাগড়ি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবাই মিলিতভাবে দোয়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে রেমিট্যান্স যোদ্ধা দিবস

ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। আনিসুর রহমান সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রতিনিধি মোয়াজ্জেম হোসেন, ইসলামী ব্যাংকের প্রতিনিধি তামিম আহমেদ, সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিনিধি প্রকৌশলী শফিউদ্দিন, সিঙ্গাপুর প্রবাসী রোকনুজ্জামান, আবু মুসা ও মনিরা আখতার। অনুষ্ঠানে রেমিট্যান্সের মাধ্যমে সর্বাধিক অর্থ প্রেরণকারী তিন যোদ্ধাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। তাদের মধ্যে শিমুল রহমান এক বছরে সর্বোচ্চ ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ২২১ টাকা, রকিবুল ইসলাম ৮৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬১৩ টাকা এবং রবিউল ইসলাম ৫৯ লক্ষ ৮১ হাজার ৪০১ টাকা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন।জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ যোদ্ধাদের অবদানের জন্য ধন্যবাদ ও শুভকামনা জানানো হয়।

৩ আগস্ট/৩৪ জুলাই : ৩ আগস্ট

দরজা খোলা। আমি আন্দোলনরত ছাত্রদের সঙ্গে বসতে চাই এবং তাদের কথা শুনতে চাই। আমি কোনো সংঘাত চাই না।'
তবে, শেখ হাসিনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে নাহিদ বলেন, তারা শুধু শেখ হাসিনার নয়, সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করছেন। তারা আন্দোলনের সময় সকল হত্যাকাণ্ড ও অপহরণের জন্য শেখ হাসিনার বিচারের দাবিও জানান। নাহিদ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ছিলেন এবং এখন এনসিপি'র প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন।
তিনি উল্লেখ করেন, তারা এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান যেখানে স্বৈরাচার আর কখনো যেন ফিরে আসতে না পারে, এবং তিনি জনগণকে দেশব্যাপী 'ছাত্র-জনতার গণ-জাগরণে' যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।
নাহিদ আরও ঘোষণা করেন, তারা সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে একটি জাতীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করবেন এবং সবাইকে ৪ আগস্ট থেকে তাদের পূর্বঘোষিত সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।
সমাবেশটি সন্ধ্যা ৬টার দিকে শেষ হয়। বিক্ষোভকারীরা টিএসসি এলাকায় জড়ো হয়ে রাজু ভাস্কর্যের চোখ লাল কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়। পরে বিক্ষোভকারীরা সন্ধ্যা ৭টার দিকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে। এছাড়া আন্দোলনের আরেক প্রধান সমন্বয়কারী আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়াও অসহযোগ আন্দোলন সফল করতে জনগণের জন্য ১৫ দফা ঘোষণা দেন।
দফাগুলো ছিল : কেউ কর দেবে না, কেউ কোনো ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করবে না, সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালত, কল-কারখানা বন্ধ থাকবে, মানুষ অফিসে যাবে না তবে মাস শেষে বেতন সংগ্রহ করবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে, প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাবে না, জনগণ সব ধরনের সরকারি সভা, সেমিনার ও অনুষ্ঠান বয়কট করবে, বন্দরের শ্রমিকরা কোনো ধরনের পণ্য খালাস করবে না বা কাজ করবে না, দেশের সকল কল-কারখানা বন্ধ থাকবে, তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা কাজে যাবে না, গণপরিবহন চলবে না, শ্রমিকরা কাজে যাবে না, ব্যাংক শুধু রোববার জরুরি লেনদেনের জন্য খোলা থাকবে, পুলিশ সদস্যরা শুধু থানায় নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবে, কোনো প্রটোকল, বিক্ষোভ দমনে দায়িত্ব পালন করবে না, এক টাকাও পাচার হবে না এবং কোনো অফশোর লেনদেন হবে না, বিজিবি ও নৌবাহিনী ব্যতীত অন্য বাহিনী ব্যারাকের বাইরে কোনো দায়িত্ব পালন করবে না, বিজিবি ও নৌবাহিনী ব্যারাক ও উপকূলীয় এলাকায় থাকবে, আমলারা সচিবালয়ে যাবেন না, জেলা প্রশাসক বা উপজেলা কর্মকর্তারা অফিসে যাবেন না, বিলাসবহুল পণ্যের দোকান, শো-রুম, দোকান-পাট, হোটেল, মোটেল ও রেস্তোরাঁ বন্ধ থাকবে।
এর আগে, সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানুষ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে আসতে শুরু করে, তারা জাতীয় পতাকা, ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন এবং জনস্রোত দোয়েল চত্বরের পূর্ব, জগন্নাথ হলের পশ্চিম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গেটের দক্ষিণ এবং শিববাড়ী মোড়ের উত্তর পাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।
এই এলাকাগুলো 'দফা এক, দাবি এক, শেখ হাসিনার পদত্যাগ' স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।
এছাড়াও, বিক্ষোভকারীরা সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে যেমন- বাড্ডা, রামপুরা এবং বনশ্রীতে অবস্থান নেয় এবং কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় নিহতদের বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে। এক পর্যায়ে তারা রামপুরা-বাড্ডা সড়ক অবরোধ করে।
ছাত্ররা বিকেলে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় এবং মিরপুর রোড অবরোধ করে। এ সময় মিরপুর-১০ গোলচত্বরে হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিক্ষোভ করে।
অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের পরিবারের সদস্যরাও মিরপুরের ডিওএইচএস এলাকায় এক সমাবেশ করে আন্দোলন চলাকালে হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন।
এদিন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা শহরজুড়ে অবস্থান নিলেও তারা বিক্ষোভকারীদের খুব একটা বাধা সৃষ্টি করেনি।
তবে, সেদিন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান রাজধানীর সেনা সদরদপ্তরে অবস্থিত হেলমেট অডিটোরিয়ামে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সেনা কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে জনগণের জীবন, সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের জনগণের বিশ্বাসের প্রতীক এবং তারা দেশ ও জনগণের স্বার্থে সবসময় জনগণের পাশে থাকবে।
তিনি সেনা কর্মকর্তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো বিভিন্ন গুজব সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলেন এবং আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন।
সেদিনই, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মিছিল করে এবং কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় সারাদেশে চারজন সাংবাদিক নিহত হওয়ার ঘটনায় সরকারের পদত্যাগ দাবি করে।
এছাড়াও, রাজধানীর বাইরে শিক্ষার্থীরা ৩ আগস্টও তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায় এবং দেশের বিভিন্ন মহাসড়ক অবরোধ করে রাজধানীর সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।
বিকেল ৫টার দিকে ছাত্ররা যাত্রাবাড়ী এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে। এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থীরা সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে।
বিপিএটিসি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং সাভার মডেল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জাবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই বিক্ষোভে যোগ দেয়।
এছাড়াও, সিলেট, কুমিল্লা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল ও জামালপুরে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের কর্মীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে, এবং গাজীপুরে কমপক্ষে একজন বিক্ষোভকারী নিহত হয়।
চট্টগ্রামে, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর বাসভবনে হামলা হয়। বাসার সামনে পার্ক করা দুটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এর আগে, বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে চট্টগ্রাম-১০ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন বাচ্চুর লালখান বাজারে অবস্থিত কার্যালয়েও হামলা হয় এবং কার্যালয়টিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। রংপুরে, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সেখানে কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়কারী আবু সাঈদের মৃত্যুর ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। দুপুর দেড়টার দিকে, কুমিল্লার রেসকোর্স এলাকায় ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও সরাসরি গুলি চালায়। তবে, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ৩ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এই বিক্ষোভ আর শুধু ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই ।